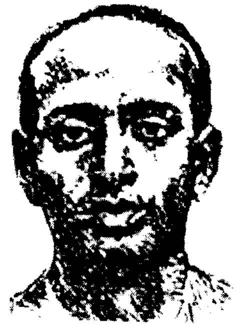

চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ এবং সূর্যসেন সম্পর্কে অপপ্রচারের জবাব

প্রেম রঞ্জন দেব

জাতীয় মুক্তি ও আত্মত্যাগের প্রতীক মাস্টারদা সূর্যসেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক সূর্যসেনকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেন। আরেকদল আছেন যারা বলেন- 'সূর্যসেন সন্ত্রাসবাদী ডাকাত ও সাম্প্রদায়িক'। আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে চেষ্টা করবো- প্রকৃত সূর্যসেনকে তুলে ধরার।

১৮৯৪ সালের ২১ মার্চ সূর্যসেনের জণ্ম এবং ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারিতে তার ফাঁসিতে মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলনের অন্ধকার মঞ্চের পাদপ্রদীপের নিচে মাস্টারদার আবির্ভাব ছিল নাটকীয় এবং সময় ছিল প্রতিকূল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একটি নরমপন্থি, কখনও বা আপসপন্থি, অন্যটি বিপ্লবী ও চরমপন্থি। তবে এই উভয় ধারাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে সংযুক্ত ছিল। বিপ্লবীরা যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি গোপন দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও একই সঙ্গে তারা কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসেরও নেতাকর্মী ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নরম বা আপসপন্থি নেতৃত্ব বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করে আইন সভায় নিজেদের আসনসংখ্যা বাড়িয়ে আবেদন.নিবেদনের দ্বারা কিছু সংস্কারমূলক দাবি আদায় এবং সীমিত পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন। অন্যদিকে বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করা। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিপ্লবের এই অগ্নিগর্ভ অধ্যায়ের সিংহভাগ ছিলেন- বাংলার বিপ্লবীরা। ক্ষুদিরাম থেকে প্রীতিলতা, সূর্যসেন পর্যন্ত শত শত মহান বিপ্লবীর আত্মদান শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করেই তোলেনি, একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অপরাপর উপনিবেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামকেও অনুপ্রাণিত করেছে।

মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তার গোপন বিপ্লবী তৎপরতাকে আড়াল করার জন্য। প্রকৃত পক্ষে তিনি কখনও কংগ্রেসের অহিংস নরমপন্থি রাজনীতির প্রতি আসক্ত ছিলেন না। ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরি চৌরা হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে দেশবাসীকে শুধু চরকায় সুতাকাটা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানালে কংগ্রেসের মধ্যপন্থি নেতারাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। জাতীয় রাজনীতিতে দেখা দেয় গভীর হতাশা। বাংলার বিপ্লবীরা আবার জেগে ওঠেন। বিভিন্ন জায়গায় ব্রিটিশ সৈন্য, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ওপর হামলা শুরু করেন বিপ্লবীরা। এসব কর্মকাণ্ডের দরুন বহুবার নাটকীয়ভাবে পুলিশের গ্রেফতারি থেকে রেহাই পেলেও ১৯২৬ সালের শেষের দিকে মাস্টারদা ধরা পড়েন। বাংলার বিপ্লবীদের সাথে কোনও রকম যোগাযোগ যাতে তিনি রাখতে না পারেন সেজন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোম্বের রত্নগিরি জেলে। ১৯২৮ সালে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯২৮ সালের ২২ ডিসেম্বর কলকাতার কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধী.নেহরু প্রস্তাবিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এর প্রস্তাব পাস হওয়ায় বাংলার বিপ্লবীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেছিলেন। সূর্যসেন ও তার অনুসারীরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করতে পারেননি। আর এই অধিবেশনের পর পরই নেতাজী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রূপান্তরিত হয়' বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন- 'কংগ্রেসে অধিবেশন শেষ হওয়ার পর এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীই সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়াস' রূপে সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার প্রধান নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন অনন্তসিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল। ইহাদের ও অন্যান্য কয়েকজনের সহায়তায় চট্টগ্রামের প্রবীণ বিপ্লবী নেতা সূর্যসেন (মাস্টারদা নামে সমধিক পরিচিত) পূর্ণ উদ্যমে সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করতে আরম্ভ করলেন। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষক.নেতার নির্দেশে ও গঠন নৈপুণ্যে সারা চট্টগ্রাম জেলায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। সূর্যসেনের আশা ছিল চট্টগ্রামে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে ক্রমে তা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। সমর বাহিনীর নাম দেওয়া হইল 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। অস্ত্রশস্ত্র, বোমা প্রভৃতি সংগৃহীত হইল, রীতিমতো প্যারেড ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা চলিতে লাগিল। আর এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজদের সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করার জন্য সংগোপনে বিপ্লবীদের চরম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল রাত্রি দশটায় চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হবে। আইরিশ বিপ্লবীদের ইস্টার বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত বলিয়াই ওই তারিখটি নির্ধারিত হয়েছিল। সমর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন- মাস্টারদা সূর্যসেন। যুদ্ধের অধিনায়ক কমিটির সদস্য হলেন- নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী ও উপেন ভট্টাচার্য। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা 'পুলিশ আর্মারি' আক্রমণ করবে। নরেশ রায় ও ত্রিগুণা (ত্রিপুরা) সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ স্বরূপ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সাহেবদের হত্যা করবে। অন্যদিকে ৩০ জনের এক বিপ্লবী পদাতিক বাহিনী পুলিশ আর্মারির কাছে গুপ্ত স্থানে অপেক্ষা করবে এবং প্রয়োজন মতো উপরিউক্ত দলগুলোর সাহায্যে অগ্রসর হবে। কাছেই মাস্টারদা সূর্যসেন রক্ষীসহ একটি মোটরে অপেক্ষা করবেন। প্রথমোক্ত তিনটি দল কার্যসম্পন্ন করে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে এবং মোটামুটি সাফল্যের সহিত অনুসৃত হয়েছিল।

বিপ্লবীরা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে ইংরেজ সৈন্যদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পরাজিত করে চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভের পর সূর্যসেন 'সাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার' গঠনের ঘোষণা দেন। ওই সালের ২২ এপ্রিল চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্যসেনের বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়, ঔপনিবেশিক যুগে যার নজির ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দ্বিতীয়টি ছিল না। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর সূর্যসেন গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাস্টারদা নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন- 'শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী, সুতরাং সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী। সতত নিরবচ্ছিন্ন এবং যথাসম্ভব শক্তিশালী আঘাতে আঘাতে এই শত্রুকে দুর্বল করতে হবে। যেহেতু নানাভাবে চট্টগ্রামে প্রভূত পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ আসবেনই যেহেতু প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলা পন্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে'। আর এভাবেই আরম্ভ হলো- মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়-নতুন পদ্ধতিতে গেরিলা পন্থায়। এতে অনেক সাফল্য আসে। বহু চেষ্টার পর ১৯৩৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সরকার সূর্যসেনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই পরিচালনার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে সূর্যসেনকে ফাঁসি দেওয়া

হয় এবং মৃতদেহ দুটিই লোহার সিন্দুকে ভরে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা হয়। এরপরও কি মাস্টারদা সূর্যসেনকে সমালোচকরা 'সন্ত্রাসবাদী ডাকাত' বলবে? মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি অর্জনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তারা জানতেন- দেশের একটি স্থান সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হলেই সমগ্র ভারতবর্ষ মুক্ত হয়ে যায় না সত্য, কিন্তু একটি স্থানের বীরত্বপূর্ণ একটি ঘটনা দেশের সমগ্র যুবশক্তিকে না হলেও যুবশক্তির একটি বড় অংশকে ঐ বিপ্লবী পন্থা অনুসরণে অনুপ্রাণিত করবে; বিদ্রোহের ওই পথ গ্রহণে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করবে। এই ছিল বিপ্লবীদের আশা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মাস্টারদা সূর্যসেনকে ডাকাত, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করতো। তাদের এদেশীয় অনুচরেরাও একইভাবে সূর্যসেনকে 'সন্ত্রাসবাদী ডাকাত; বলে অভিহিত করে নিজেদের পৈশাচিক মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে।

মাস্টারদা সূর্যসেনের গেরিলা অভিযান সফল হতে পেরেছিল তার প্রতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকার কারণে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের পুরনো অস্ত্র ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। গণেশ ঘোষ লিখেছেন- 'জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রধান এবং অন্যান্য ইংরেজ অফিসাররা নিজেরাই প্রকাশ্যে হিন্দু.মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ করবার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং প্ররোচনা দেয়'। সমালোচকরা তথা ইংরেজ অনুগত কিছু লোক মাস্টারদার ব্যাপারে প্রায় বলে থাকেন- 'সূর্যসেন সাম্প্রদায়িক। তার দলে কোনও মুসলমান ছিল না।' কোনও কোনও কমিউনিস্টও এই বলে মাস্টারদাকে সমালোচনা করেন যে, 'সূর্যসেন কালী মাতার সামনে বিপ্লবীদের শপথ করাতেন।' আমি এবার এসব বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি। ইংরেজের দালালি ও তাদের নির্দেশিত আচরণের ফলেও অনেকের মৌলবাদী ধারণায় সূর্যসেন ও তার বিপ্লবী দলকে হিন্দু বলে বিজাতীয় অভিধায় কলঙ্কিত করেন। এসব লোকদের দুঃখজনক ভূমিকার জন্য সেই দিনের বিপ্লবী দলের সম্মান ও সমর গৌরবের অংশীদার যে কয়েকজন মুসলমান বিপ্লবী যুবক.যুবতী প্রাপ্য ছিলেন তারা আজ ম্লান এবং বিস্মৃত প্রায়। এসব মুসলিম বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও কর্ম সাফল্যের কথা আজ কোথাও আলোচিত হয় না। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের ধারণায় আজ প্রত্যয় হয়েছে যে, সেদিন সূর্যসেনের সঙ্গে কোনও মুসলমানের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এ প্রচারণা মোটেই সত্য নয়। মাস্টারদা সূর্যসেনের যে বাসায় প্রথম বিপ্লবী সভা করেন সেটা একজন মুসলমানের বাড়ি ছিল। তার দলের প্রথম ১০ জন সদস্যেরও অন্যতম আফসারউদ্দিনের বাড়ি ছিল চট্টগ্রামস্থ পাহাড়ঘাটা ব্যান্ডেল রোডে। দলিলুর রহমান ছিলেন সূর্যসেনের একজন অতি প্রিয় শিষ্য। তিনি তার স্ত্রীকে দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন দলিলুর রহমানের ওপর। মাস্টারদার দলের প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী মীর আহমদ, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ হারুন, ফকির আহম্মদ, নওয়াব মিয়া, আবদুল মজিদ, সৈয়দুল হক। তার অন্যতম সহকর্মী কামালউদ্দিন এখনও বেঁচে আছেন। বেদনার বিষয় হলো- জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ করেও তারা আজ বিস্মৃতির অতলে। আমি অবশ্যই স্বীকার করবো. তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের বিপ্লবী দলে অংশগ্রহণ খুবই উল্লেখযোগ্য নয়। অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতার মতো কৃতিত্ব কেউ দেখাতে পারেননি। তবে মাস্টারদার মুসলিম সহযোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক বীরত্বপূর্ণ বিপ্লবী কাজ সম্পন্ন করেছে। ব্রিটিশ সরকার মাস্টারদাকে বন্দি করার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছিল। মাস্টারদা হুলিয়া নিয়ে অনেক মুসলমানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তার সঙ্গে বেঈমানি করেননি। বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল এক হিন্দু, যে মাস্টারদাকে ব্রিটিশদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল। সূর্যসেনের বিপ্লবী দল প্রীতিলতা, কল্পনা দত্তের সঙ্গে

আয়েশা বানু নামে এক নারীও ছিলেন। তৎকালে আয়েশাকে বলা হতো- 'সূর্যসেনের সান্নিধ্য ধন্য বিপ্লবী কন্যা'। নিঃসন্তান আয়েশা পরবর্তীকালে সরদঘাট প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। 'সওগাত' পত্রিকাসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকায় তার কবিতা ও ছড়া প্রকাশিত হয়েছিল। একমাত্র প্রবীণ বিপ্লবী ও আত্মনিবেদিত কমিউনিস্ট কর্মী ছাড়া তিনি অন্যদের কাছে কঠোরভাবে তার প্রথম জীবনের বিপ্লবী দলের সংশ্লিষ্টতার কথা গোপন রাখতেন। ১৯৭৭ সালে তার মৃত্যু হয়। কারাগারে আটক থাকার কারণে তার মৃতদেহ দেখার সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হই। তার মাতৃসুলভ আচরণ আমার স্মৃতি হয়ে আছে। এটা সত্য যে, মাস্টারদা হিন্দু সহকর্মীদের 'কালীমাতার' কাছে শপথ গ্রহণ করাতেন। তবে পাশাপাশি তিনি মুসলিম সহকর্মীদেরও পীর আওলিয়ার দরবারে শপথ গ্রহণ করাতেন। মাস্টারদার জঙ্গি বিপ্লবী আসফাকুল্লাহ ফাঁসিতে জীবন দিয়েছিলেন দেশের জন্য। আসফাকুল্লাহকে যখন ফাঁসিতে নিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি বুকের ওপর কোরআন শরিফ রেখে উচ্চারণ করেছেন- 'যতোদিন জালেম ইংরেজদের এদেশ হতে তাড়াতে পারবো না, ততোদিন এমনি করে ফাঁসিতে ঝুলবো। মৃত্যু দিয়ে এ দেশের মানুষকে জাগাবো'। উল্লেখ্য, আয়েশা বানু শহীদ আসফাকুল্লাহর জীবন সাধনা আর কানাই লালের ওপর লিখিত দুটি বইয়ের উদ্দীপনাময় কথা শুনে দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। ১৯৩১ সালের ২৪ জুন আয়েশা বানু বিনোদিনী ও মৃণালিনী সেনের সঙ্গে মাস্টারদার নির্দেশে জেল প্রাচীর ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আত্মত্যাগ, দেশপ্রেমের অনন্য নক্ষত্র সূর্যসেন ও তার সহকর্মী বিপ্লবীরা। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে আত্মদান, মানবসেবা, স্বদেশপ্রেম আজ নির্বাসিত। মাস্টারদা ও তার সহকর্মীরা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য নিজেদের পারিবারিক জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। অনেকে পৈত্রিক সম্পত্তি জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। অন্যদিকে বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক জগত (দুএকটি সম্মানিত ব্যতিক্রম বাদে) অর্থ উপার্জন ও অভিজাত পারিবারিক জীবন অর্জনের শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতি, লুণ্ঠনসহ নানাবিধ অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় যারা লিপ্ত তাদের কাছে সূর্যসেন নামটি প্রিয় হওয়ার কথা নয়। পাকিস্তান আমলে বাম ও প্রগতিশীল নেতা.কর্মীরা সূর্যসেনের বিপ্লবী মন্ত্রের শপথ নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। সত্তর দশকের শেষের দিকে আওয়ামী লীগের স্বাধীনতাকামী কর্মীরাও সূর্যসেনের প্রশংসা করতেন। বর্তমানে বাম রাজনীতিকরা সূর্যসেনের নামটি বিশেষ উচ্চারণ করেন না। আর অন্যদের কথা আলোচনা না করাই ভালো। কারণ আমাদের সকল ধরনের শাসক শ্রেণী আত্মত্যাগের বিষয়টিই ভুলে গেছে।

প্রেম রঞ্জন দেব: গবেষক ও রাজনীতিক।

Surya Sen Hall

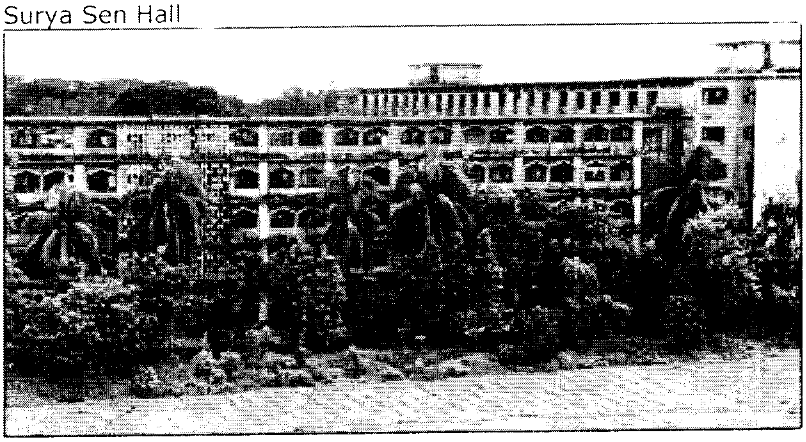

Dhaka University's residential Surya Sen Hall

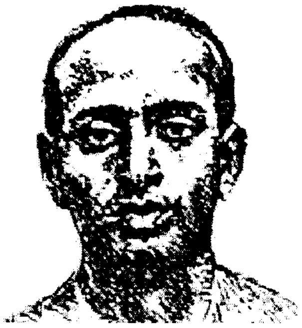 Large View

Surya Sen, Mastarda (1894-1934) a revolutionary terrorist, was the leader of the Chittagong branch of the JUGANTAR PARTY and the principal organiser of the famous Chittagong Armoury Raid of 1930. A resident of Noapara under Chittagong, he was initiated into revolutionary terrorist ideas in 1916 by one of his teachers while he was a student of BA Class in the Behrampore College. On his return to Chittagong in 1918, he became the President of the Chittagong branch of the INDIAN NATIONAL CONGRESS, revived the terrorist organisation and became a teacher of the local National School. Hence, he was known as *Mastarda* (teacher brother).

By 1923 Surya Sen established a number of terrorist organisations (*Jugantar*) in different parts of Chittagong district. Aware of the limited equipment and other resources of the terrorists, he was convinced of the need for secret guerilla warfare against the colonial government. One of his early successful undertakings was a broad day robbery at the treasury office of the Assam-Bengal Railway at Chittagong. His subsequent major success in the anti-British revolutionary violence was the Chittagong Armoury Raid in 1930.

As a fugitive, Surya Sen was hiding at the house of Sabitri Devi, a widow, near Patiya. A police and military force under Captain Cameron surrounded the house on 13 June 1932.Cameron was shot dead while ascending the staircase and Surya Sen along with PRITILATA WADDEDAR and KALPANA DATTA escaped to safety.

Ultimately a villager revealed the hiding place of Surya Sen at village Gairala in Chittagong and in the early hours of 17 February 1933, a Gurkha contingent surrounded the hideout and a soldier seized Surya Sen while he was trying to break the cordon.

Tarakeswar Dastidar, the new President of the Chittagong Branch Jugantar Party, made a preparation to rescue Surya Sen from the Chittagong Jail. But the plot was unearthed and consequently frustrated. Tarakeswar and Kalpana along with others were arrested. Special tribunals tried Surya Sen, Tarakeswar Dastidar, and Kalpana Datta in 1933.

Sentenced to death in August 1933, Surya Sen was hanged in the Chittagong Jail on 8 January 1934. At the time of his execution the detainees kept up a continuous chorus of revolutionary songs. The villager, who had revealed the hiding place of Surya Sen to the Police, was murdered in broad-day light on 8 January 1934. [Mohammad Shah]